

উপজেলা পরিক্রমা

মোড়েলগঞ্জ

॥ এস, এম, সেলিম হোসেন ॥

সাবেক খুলনা জেলার সুন্দর বনের দক্ষিণাঞ্চলে পীর খানজাহান আলীর আশির্বাদ পুষ্ট বর্তমান বাগেরহাট জেলাধীন পীর কালা চাঁদের মাজারের অনতিদূরে প্রমত্তা পানগুর্ছি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত জেলার আদর্শ উপজেলা মোড়েলগঞ্জ।

১৭০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলায় ১৬টি ইউনিয়ন রয়েছে মোট লোকসংখ্যা ২,৭৩,৩৬০ জন। তার মধ্যে পুরুষ ১,৩৬,৭৯৪ জন ও মহিলা ১,৩৬,৫৬৬ জন।

কৃষি

উপজেলা মোড়েলগঞ্জে শতকরা ৫৫ জন লোকই কৃষিজীবী, উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৭৭ হাজার ৮ শত ৪৪ একর। এলাকার জমিগুলো মোটামুটি উর্বর। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে পারলে বেশী পরিমাণ ফসল উৎপাদন সম্ভব।

শিক্ষা

এ উপজেলায় ১টি ডিগ্রী কলেজ, ১টি স্নাতক কলেজ, ৩৪টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১১টি সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, ৮টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ১ জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়, ১টি কেজি স্কুল, ২টি কমিউনিটি স্কুল, ১৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি সংস্কীত বিদ্যালয় ও ৫৯টি মাদ্রাসা রয়েছে। মোড়েলগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। উপজেলার একমাত্র ডিগ্রী কলেজটি সরকারীকরণের দাবী থাকলেও তা অজ্ঞাত কারণে বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। এই উপজেলায় শতকরা ২২ জন লোক শিক্ষিত।

স্বাস্থ্য

উপজেলার ৩১ বেডের স্বাস্থ্য প্রকল্পটি কর্তৃপক্ষের অবহেলায় দৈন্যদশায় ভুগছে। সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। পুরানো আমলের মরচে ধরা শয্যা রোগীদের একমাত্র ভরসা। জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য প্রকল্পে

বরাদ্দকৃত এক্সরে মেশিনটি, ৩ মাস ধরে বাস্তবন্দী অবস্থায় রয়েছে, তা রোগীদের কাজে আসছে না।

হাট-বাজার

উপজেলায় প্রায় ৬০টি হাট-বাজার রয়েছে। এথেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হচ্ছে। অথচ অধিকাংশ হাট-বাজার উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ নেই। হাট-বাজারগুলোতে স্থান সংকট, ছাউনি, গণশৌচাগার, রাস্তা, নর্দমা, খাবার পানির সমস্যা বিরাজমান। ফলে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে।

যোগাযোগ

এই উপজেলায় প্রায় ৫৩৯ মাইল রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে কাঁচা ৫২৬ মাইল ও পাকা ১৩ মাইল। উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট, পুল-কালভাট নির্মাণের অগ্রগতি মন্দ্র। উপজেলার ইউনিয়নগুলো থেকে সদরে যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মক খারাপ। জেলা শহর বাগেরহাট বিভাগীয় শহর খুলনার সাথে মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলার সড়ক যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম বাগেরহাট-মোড়েলগঞ্জ সড়ক। এই সড়কটি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে লোক ও যানবাহন চলাচলে অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

বিদ্যুৎ

এ উপজেলায় লোড শেডিং-এর জন্য নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে না। দিনে থাকে তো রাতে নেই রাতে থাকে তো দিনে নেই। ঠিকমত বিদ্যুৎ না থাকায় এখানকার ছোট খোট মিল-কারখানাগুলোতে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

সমবায়

মৎসজীবী সমবায়, মহিলা সমবায়, বিপ্তহীন সমবায়, কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায় এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসহ সমগ্র উপজেলায় ৫৫০টি রেজিস্টার্ড সর্বত্র সমবায় সমিতি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসহ অধিকাংশ সমিতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।